যুগান্তর

তারিখ 17 JUL 2008
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

স্থানীয় নির্বাচনে শিক্ষকদের অংশগ্রহণ

৪ আগস্ট চারটি সিটি ও নয়টি পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে যাইতেছে। আগামী অক্টোবরের মধ্যেই দেশের দুইশতটি উপজেলায় স্থানীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে পারে বলিয়া ঘোষণাও দিয়াছে সরকার ও নির্বাচন কমিশন। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং আয়োজন-তৎপরতা পরিলক্ষিত হইতেছে। বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট ৫ দফা দাবি উত্থাপনসহ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে স্থানীয় সংস্থার নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করিয়া বর্জনের ঘোষণা দিলেও আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল উহাতে অংশগ্রহণ করিতেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। উল্লেখ করা আবশ্যক, স্থানীয় সংস্থাগুলির নির্বাচন সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক হইলেও উহাকে পরোক্ষভাবে সমর্থন ও সহযোগিতা করিয়া থাকে রাজনৈতিক দলগুলি। নবগঠিত নির্বাচন কমিশন প্রথমে বিধান করিয়াছিল, কোন রাজনৈতিক দলের সদস্যপদে অধিষ্ঠিত থাকিলে অংশগ্রহণ করা যাইবে না স্থানীয় নির্বাচনে। পরে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এই শর্তে পরিবর্তন আনিয়াছে। পরিবর্তিত নিয়ম মোতাবেক কোন দলের সদস্যপদে থাকিলেও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা যাইবে। তবে স্থানীয় সরকারকে অধিকতর কার্যকর করিবার লক্ষ্যে এই শর্ত আরোপ করা হইয়াছে যে, নির্বাচিত হইলে ছাড়িতে হইবে দলীয় সদস্যপদ। নির্বাচন কমিশন আরও একটি বিষয়ে সংশোধনী আনিতে যাইতেছে। 'সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না'— ইতিপূর্বে ঘোষিত এই শর্তও সম্প্রতি শিথিল করিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ইতিমধ্যে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশের এই শর্ত সংশোধনে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়কে চিঠি পাঠাইয়াছে ইসি। বিভিন্ন বিভাগে সীমানা নির্ধারণবিষয়ক শুনানিতে নির্বাচন কমিশনের উপস্থিতিতে এই বিষয়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া পাওয়া গিয়াছে। মাঠপর্যায়ে বিশেষ করিয়া শিক্ষকরা বিরোধিতা করিয়াছে এই শর্তের। তাহাদের বক্তব্য হইল, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার যখন দেশে একটি স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ এবং দেশ-বিদেশে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন এবং উহার মাধ্যমে সৎ ও যোগ্য লোককে নির্বাচিত করিয়া রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আনিতে চাহিতেছে, তখন এই ধরনের কোন শর্ত গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। শিক্ষকরা হইলেন মানুষ গড়ার কারিগর। শিক্ষার আলো ছড়াইবার পাশাপাশি তাহারা ছাত্রছাত্রীদের চরিত্র গঠনসহ নৈতিকতার পাঠও দিয়া থাকেন। নানাবিধ সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মাঝেও সমাজ এবং রাষ্ট্রে এখনও পর্যন্ত শিক্ষকদের একটি বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান রহিয়াছে। মাঝে-মধ্যে দুই-চারজন শিক্ষককে লইয়া মৃদুমন্দ বিতর্ক উপস্থিত হইলেও অধিকাংশ শিক্ষকই সৎ, কর্তব্যনিষ্ঠ ও সমাজে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। অন্যান্য পেশার মানুষের তুলনায় শিক্ষকরা সজ্জন ও মর্যাদাবান বলিয়া পরিচিত। সমাজে রহিয়াছে তাহাদের বিশেষ অবস্থান। সম্ভবত এই সকল দিক বিচার-বিবেচনা করিয়াই শর্তটি শিথিল করিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছে নির্বাচন কমিশন। তদুপরি রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণে কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে শিক্ষকরা বঞ্চিত হইবেন কেন! শিক্ষকদের বেতনের একাংশ সরকারি কোষাগার হইতে দেওয়া হইলেও তাহারা সরকারি কর্মকর্তা নহেন। উল্লেখ্য, দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নির্বাচন করিতেও কোন বাধা নাই। তবে ইসি বলিয়াছে, যদি কোন শিক্ষক সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার মেয়র বা কাউন্সিলর পদে নির্বাচিত হন, তবে তাহাকে শিক্ষক পদ ছাড়িতে হইবে শপথ গ্রহণের পূর্বে। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে, একই ব্যক্তি যদি একাধিক পদে অধিষ্ঠিত থাকে, তাহা হইলে কোন কাজই ভালোভাবে সম্পন্ন হয় না। আমরা নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করি। সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের শিক্ষকতার মতো সার্বক্ষণিক পেশায় নিয়োজিত থাকিলে চলে না। এখন শিক্ষকরাই ঠিক করিবেন তাহারা জনপ্রতিনিধি হইবেন না শিক্ষকতায়ই নিয়োজিত থাকিবেন। ইহা নিশ্চিত যে, স্থানীয় সরকারে শিক্ষকরা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ পাইলে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব গড়িয়া উঠিবে। সেই ক্ষেত্রে আমরা হয়তো কিছু ভালো শিক্ষককে হারাইব। এই ক্ষতিটুকু আমাদের স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাবটি বাস্তবায়নের দ্রুত পদক্ষেপ লইবে— উহাই প্রত্যাশিত।